তরুণরা মনে করেন ছাত্ররাজনীতি শিক্ষার পরিবেশের অন্তরায়

ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টারের জরিপ

ছবি: প্রতীকী

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ | ০২:১৪ | আপডেট: ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ | ০২:১৮

- অ +

দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তরুণরা সবার আগে সংস্কার চান। তারা চান দুর্নীতি বন্ধ হোক; নাগরিকদের, বিশেষ করে নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত থাকুক। তারা নির্ভয়ে কথা বলার পরিবেশ চান। ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি শিক্ষার অবাধ পরিবেশ বজায় রাখার অন্তরায় বলে মনে করেন তাদের বড় একটি অংশ। তরুণদের অনেকেই মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ এক থেকে তিন বছর হওয়া উচিত। এক জরিপে জানা গেছে এসব তথ্য।

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে যুবসমাজের ভাবনা ও প্রত্যাশা সম্পর্কে জানার জন্য সরাসরি ও অনলাইনে এই জরিপ করেছে বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)। সোমবার রাজধানীর মহাখালীতে সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে 'ইয়ুথ ম্যাটার্স সার্ভে' শীর্ষক এ জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফলাফল তুলে ধরেন বিওয়াইএলসির রিসার্চ, মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন ম্যানেজার আবুল খায়ের সজীব। দেশের ২৩টি জেলায় ১ হাজার ৫৭৫ তরুণ-তরুণী জরিপে সরাসরি অংশ নেন। এ ছাড়া অনলাইন জরিপে অংশ নেন ১ হাজার ৬৬৩ জন।

জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তরুণরা আগামীর বাংলাদেশ গঠনে কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, তা তুলে ধরাই এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে তরুণদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, জলবায়ু পরিবর্তন, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন, তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিপ্রয়াণ বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের চেয়ে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন ৭৮ শতাংশ তরুণ-তরুণী। ৪৬ দশমিক ১৫ শতাংশ তরুণ-তরুণী মনে করেন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ১ থেকে ৩ বছর হওয়া উচিত। এর মধ্যে সরাসরি জরিপে এই মত দেন ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ ও অনলাইনে এই মত দেন ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রভাব মানসিক স্বাস্থ্যে

সরাসরি ও অনলাইন জরিপে ৭৫ দশমিক ১ ও ৬৪ দশমিক ৮ শতাংশ তরুণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে নিজেদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এমনকি ২ থেকে ৩ মাস ধরে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনায় ৮৩ দশমিক ৫ শতাংশ তরুণ মনে করেন, তাদের জন্য সামাজিক ও মানসিক কাউন্সিলিংয়ের প্রয়োজন।

নিরাপদ নয় নারী

সরাসরি জরিপে অংশ নেওয়া ২১ শতাংশ ও অনলাইনে অংশ নেওয়া ৫৪ শতাংশ তরুণ নিশ্চিত নন দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে কিনা। সরাসরি জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ২৫ শতাংশ মনে করেন নারীরা নিরাপদ নয়। অনলাইনে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৭০ শতাংশ মনে করেন বর্তমানে নারীরা নিরাপদ বোধ করছেন না।

শিক্ষার মান উন্নয়ন চায় তরুণরা

শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন তরুণরা। ৭৯ শতাংশ তরুণ মনে করেন ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি শিক্ষার অবাধ পরিবেশ বজায় রাখার অন্তরায়। সরাসরি জরিপে অংশ নেওয়া ৭৭ শতাংশ তরুণ মনে করেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিশ্চিত করে। তবে অনলাইন জরিপের ক্ষেত্রে ৭৯ দশমিক তরুণ তা মনে করেন না।

বেড়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সরাসরি জরিপে ৮৬ শতাংশ ও অনলাইনে অংশগ্রহণকারীদের ৩৯ শতাংশ মনে করেন দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে। এ ছাড়া সরাসরি জরিপে প্রায় ৬৯ শতাংশ ও অনলাইনে ৮৫ শতাংশ তরুণ মনে করেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো নির্দিষ্ট দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করা উচিত নয়।

সংবাদ সম্মেলনে বিওয়াইএলসির নির্বাহী পরিচালক তাহসিনা আহমেদ বলেন, দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে যুবসমাজ সবার আগে সংস্কার চায়। উন্নয়ন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ চায়। তারা বলেছে, সংস্কার কার্যকর করার জন্য সরকারকে সময় দিতে হবে। রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য সরকারের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে তারা কাজ করতে চায়।

বিওয়াইএলসির স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের ডেপুটি ম্যানেজার মুনিরা সুলতানা বলেন, ‘আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে পারছে না। এ সমস্যার সমাধানে বিওয়াইএলসি তাদের প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে সমস্যা সমাধান, সংঘাত নিরসন, এবং জনসমক্ষে কথা বলার মতো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত করছে, যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।